১৪৮

দৈনিক খবর

তারিখ 29 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৭ ।। আহত ১০

সোহরাওয়ার্দী কলেজে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ

।।স্টাফরিপোর্টার।।

নগরীর সোহরাওয়ার্দী কলেজে গতকাল মঙ্গলবার ভোর রাতে প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলী বিনিময় হয়েছে। ভয়াবহ এ সংঘর্ষে ছাত্রদলের ২ জন কর্মী গুলীবিদ্ধসহ প্রায় ১০ জন আহত হয়। পুলিশ সন্ত্রাস দমন আইনে ৭ জন ছাত্রদল কর্মীকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে। সংঘর্ষের পর গতকাল থেকে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ছাত্রদল সোহরাওয়ার্দী কলেজ শাখা আহূত একটি সমাবেশ অনুষ্ঠানের কথা ছিলো গতকাল। এ উপলক্ষে প্রত্যুষে ছাত্রদলের এক পক্ষ মঞ্চ তৈরী ও অন্যান্য কাজ করার উদ্যোগ

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

সোহরাওয়ার্দী কলেজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিলে অপর পক্ষ হামলা শুরু করে। সকাল ৬টায় এ সংঘর্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি, গুলী বিনিময়, ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়া চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। বোমা ও গুলীর বিকট শব্দে ঐই এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। কলেজের আশপাশ মহল্লায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক অস্ত্রধারীকে কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়াও মহল্লায় গলিপথে দৌড়াদৌড়ী করতে দেখা গেছে। এদের অনেকের হাতেই ছিলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। হাঙ্গামার এক পর্যায়ে পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাসের চারদিক ঘেরাও করে তল্লাশী চালায়। ঐ সময় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। সেখান থেকে একটি বিদেশী কাইত স্টার রিভলবার ও দেশী টু-টু বোরের একটি রিভলবারসহ বেশক'টি অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে মশিউর, শামসুল, মাহমুদুল, সালেহীন, আজিজ, মাহবুব ও ইকরাম। পুলিশের জনসংযোগ বিভাগ গতরাতে জানায়, এদেরকে সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতার করা হয়। এরা সবাই ছাত্রদলের কর্মী। তবে পুলিশ ঐ হাঙ্গামা এবং অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য জানাতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে।

এদিকে গোলাগুলীর সময় চোখে গুলীবিদ্ধ ঐ কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র ইকরাম (১৭) এবং পেট ও বুকে গুলীবিদ্ধ বিএসসি ১ম বর্ষের ছাত্র মোঃ আলমকে (২০) ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। এরাও ছাত্রদলের এক গ্রুপের কর্মী। আহত আরো ৭/৮ জন কোথায় চিকিৎসা নিচ্ছে তা জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষের সময় ৮ থেকে ১০ জন গুলীবিদ্ধ হয়েছে। সংঘর্ষের পর গতকাল কলেজে কোন ক্লাস হয়নি। হাঙ্গামা পরবর্তী পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্যে কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং সেখানে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন রাখাহয়েছে।